দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

কাগজ ডেস্ক: আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ও সুবিধাবাদী একটি শ্রেণী উঠে পড়ে লেগেছে। হুমকি দিয়ে ভোট আদায় এবং ভোট না দিলে উচ্ছেদসহ প্রাণে মারার হুমকিও দেয়া হচ্ছে কোনো কোনো স্থানে। হামলাও করা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। এসব কারণে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সংখ্যালঘু ভোটাররা।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও প্রকৃতি উপাসক উপজাতীয় রয়েছে। এদের মধ্যে হিন্দুদের উপরেই আক্রমণ অধিক।

আমাদের চাঁদপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গত ১ মাসে চাঁদপুর জেলার ৬টি আসনে প্রায় ১শ' হিন্দু পরিবারের ওপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে। এতে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। চাঁদপুর-১ কচুয়া আসনে ৬৫টি হিন্দু পরিবারের ওপর এমনই ন্যক্কারজনক হামলা হয়েছে যে, তারা তাদের পরিবার-পরিজনসহ পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাতে আশ্রয় নিয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদে ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। উল্লেখ্য, এখানে প্রায় ২৭ হাজার সংখ্যালঘু বাস করেন। এছাড়াও গোটা চাঁদপুর জেলায় হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে প্রায় ৮ লাখ। এদের মধ্যে ভোটার প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার। এই বিশাল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে মৌলবাদী ও পেশীশক্তি নির্ভর প্রার্থিরা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ কারণে তারা নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে অংশ নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

অপরদিকে মৌলভীবাজার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, জেলার রাজনগর উপজেলার ধূলিজুরা, মুন্সীবাজার প্রভৃতি এলাকার সংখ্যালঘুদের বিশেষ একটি প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্যে হুমকি দেয়া হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ বাজার এলাকার জনৈক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, সন্ধ্যের পর বাজার এলাকায় তারা ব্যবসা করতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এখানে কয়েক দিন আগে কয়েকজন সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানপাট লুটসহ ভাঙচুর করা হয়েছে এবং তাদের প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

জানা যায়, সদর উপজেলার মাসকান্দি, বুদ্ধিমন্তপুর, নয়াবাজার, দামিয়া, খলিলপুর ও চা বাগান এলাকায় একইভাবে সংখ্যালঘুর হুমকি দান অব্যাহত রয়েছে। এসব এলাকায় মহিলাদেরও ফের প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হচ্ছে। ক'দিন আগে এখানে টেংরা ইউনিয়নের রাম রাজভর মেম্বরকে কুপিয়ে

আহত করা হয়। এসব কারণে সংখ্যালঘুরা যথাযথ ও নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। এ ধরনের হুমকির স্বীকার দেশের বিভিন্ন উপজাতীয় সদস্যরাও বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গাজীপুর থেকে এনামুল হক জানিয়েছেন, গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানেও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখানো অব্যাহত রয়েছে। গত শনিবার আওয়ামী লীগের মিছিলে যোগদানের অপরাধে বিএনপি সমর্থকরা আদিবাসিদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। এ ঘটনায় শ্রীকান্ত বর্মন, রূপচাঁদ বর্মন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বর্মন প্রমুখ আহত হয়। উল্লেখ্য, '৯৬-র নির্বাচনে পরাজিত হবার পর থেকেই বিএনপি সমর্থকরা এসব আদিবাসীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছিলো। গাজীপুর-১ আসনের কালিয়াকৈর-শ্রীপুর এলাকায় প্রায় ৩০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। নির্বাচনে এদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও সংখ্যালঘুদের ধানের শীষের পক্ষে ধুতি মিছিলে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে নাম না প্রকাশ করার শর্তে কালিয়াকৈরের কয়েকজন সংখ্যালঘু অভিযোগ করেছেন। কালিয়াকৈরের বিএনপি প্রার্থী চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বাড়ির কাছাকাছি সেওড়াতলী ভূবনেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, ভূঙ্কারাজ উচ্চ বিদ্যালয় ও কালিয়াকৈর ডিগ্রি কলেজে ভোটার হওয়া সংখ্যালঘুরা এরই মধ্যে মারাত্মক চরম উদ্বিগ্ন। ইতিপূর্বের কয়েকটি নির্বাচনে তাদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এমনও শোনা যায়, নির্বাচনের আগের দিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মুরুব্বীকে ডেকে কোন প্রার্থীকে কতো ভোট দিতে হবে তার ফিরিস্তি দেয়া হয়। এবারে যদি এসবের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে সংখ্যালঘুরা ভোট দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।